গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা
www.hindutrust.gov.bd

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৯৮তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ ও সময়	:	০৫/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ, বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (২৫ বেইলি রোড, রমনা, ঢাকা)
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. নিমাই চন্দ্র রায়।

সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন জানান, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাননীয় মন্ত্রীর ছোট ভাই জনাব আফাজ উদ্দিন সরকার গত ২১.০৫.২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি একজন সৎ এবং জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় সভায় এক মিনিট নিরবতা পালন করা যেতে পারে। সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন সভাকে অবহিত করেন যে, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান ও বর্তমান ট্রাস্টি বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সভায় তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করে প্রার্থনা করা যেতে পারে। সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যানও বলেন, চেয়ারম্যান মহোদয়ের ভাইয়ের আত্মার শান্তি এবং বিচারপতি মহোদয়ের আশু রোগমুক্তি কামনা করে একই সংঙ্গে সকলে মিলে প্রার্থনা করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দাঁড়িয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের ভাইয়ের আত্মার শান্তি কামনা করে এবং বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা মহোদয়ের আশু রোগমুক্তি কামনা করে পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা পরিচালনা করেন ট্রাস্টের ফিল্ড অফিসার শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস।

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব নিরঞ্জন দেবনাথ এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি-১: ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় যৌথ স্বাক্ষরকারী মনোনয়ন:

ট্রাস্টের সচিব সভাকে অবহতি করেন যে, ট্রাস্টের অনুদান সংক্রান্ত হিসাব পরিচালনায় ট্রাস্টের সচিব ও যৌথ স্বাক্ষরকারী হিসেবে ট্রাস্টিদের মধ্য থেকে একজনকে ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ক্ষমতা অর্পন করে এসেছেন। এর আগে ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা যৌথ স্বাকরকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ভাইস-চেয়ারম্যান পদে পরিবর্তন আসায় এবং সচিব নতুন যোগদান করায় ভাইস-চেয়ারম্যান ও সচিবকে যৌথ স্বাক্ষরকারী মনোনয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সভাপতি সকলের মত জানতে চাইলে সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী রিপন রায় লিপু ভাইস-চেয়ারম্যানকেই যৌথস্বাক্ষরকারী করার প্রস্তাব করেন। শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা ট্রাস্টিদের মধ্য থেকে যৌথস্বাক্ষরকারী হিসেবে অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারীর নাম প্রস্তাব করেন। সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন, শ্রী চন্দন রায়, শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, অ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত পালকে যৌথ স্বাক্ষরকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পক্ষে মত প্রদান করেন। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত- ১: ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত পাল ও ট্রাস্টের সচিব অনুদানের চেক যৌথ স্বাক্ষরকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২: কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ট্রাস্টের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ট্রাস্ট থেকে দাখিলকৃত ২১টি কর্মসূচি প্রস্তাবের মধ্যে ০৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে এবং তাদের বিপরীতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৭০৬.৪০ (সাত কোটি ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কর্মসূচিসমূহের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে বর্ণিত ০৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সাত সদস্যের কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি (পিইসি) রয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বহী কর্মকর্তাদেরকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করার নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ থেকে এ ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। কমিটিতে ট্রাস্টির প্রতিনিধি মনোনয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কে সভায় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রী নির্মল পাল মন্ত্রিপরিষদের পত্রের কপি ট্রাস্টিদের দেবার অনুরোধ করেন।

অ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন পিইসি কমিটির গঠন ও কাজ সম্পর্কে জানতে চান। তিনি মাননীয় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, গত বোর্ড সভায় ৯৬ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়নি। তাছাড়া এ সভাকে বিশেষ সভা আখ্যায়িত করায় ৯৬ ও ৯৭ বোর্ড সভার কোনোটিরই কার্যবিবরণী অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। তিনি বিশেষ শব্দ তুলে দিয়ে গত দুটি সভার কার্যবিবরণী যেহেতু ইতোমধ্যে সকল সদস্য পেয়েছেন এবং কারো কোনো সংশোধনী প্রস্তাব নেই। সেজন্য আজকের সভায় কার্যবিবরণী দুটি দৃঢ়করণ করার প্রস্তাব করেন। তা না হলে সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব হবে।

সভাপতি এ ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত সকলে ট্রাস্টি অ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলনের বক্তব্যের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা সভাকে অবহিত করেন যে, আগে কর্মসূচি নিয়ে সকলকে অন্ধকারে রেখে কাজ করা হয়েছে। ভাইস-চেয়ারম্যানের নিকট তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা দাবি করে ভবিষ্যতে যাতে কাউকে কোনো বিষয়ে অন্ধকারে না রাখা হয় তার নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করেন।

শ্রী চন্দন রায় কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন, হবিগঞ্জ জেলায় যে সকল প্রতিষ্ঠানের নাম এসেছে তাতে তাঁর দেয়া নাম নাই। তিনি তৎকালিন সচিব ও বর্তমান মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের পিডিকে এজন্য দায়ী করেন। জনৈক রবীন্দ্র নাথ বর্মণের কথা তুলে ধরে তিনি জানান, সে ট্রাস্টের কেউ না অথচ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যানকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ট্রাস্টের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। আজকের সভায় তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা প্রয়োজন।

অ্যাড. উজ্জল প্রসাদ কানু বলেন, রবীন্দ্র নাথ বর্মণ সংবাদ সম্মেলনে ২০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি ১০০ কোটি টাকা পাবার প্রত্যাশার কথা জানিয়ে প্রতি ট্রাস্টির জন্য একটি করে মন্দির উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ করার প্রস্তাব করেন।

অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার বলেন, সামনে নির্বাচন। কয়েকটি জেলা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ পাবে আর বাকী জেলা পাবে না, তাহলে ভোট চাইতে যাব কীভাবে? তিনি বাকী ১৮টি কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চান। নির্বাচনের আগে সব জেলায় যাতে কিছু মন্দিরের নামে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতির প্রতি আহ্বান জানান।

অ্যাড. নিমাই চন্দ্র রায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, নেত্রী যখন সব জায়গায় হেরে যায় তখন খুলনার লোক নেত্রীকে ভোট দিয়ে এমপি বানায়। আর সেই খুলনার একটি মন্দিরও তালিকায় নেই। সে ব্যাপারে তিনি জানতে চান।

শ্রী স্বপন কুমার রায় পূর্বের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আগামীর পথচলা সুন্দর করার আহ্বান জানান।

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত পাল আজকের সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কর্মসূচির বিপরীতে ২৩ কোটি টাকা আগে ছাড় করতে দেন। অন্তত কাজ শুরু হোক। কাজ শুরু হলে বাদবাকী টাকা এক ভাবে না এক ভাবে আসবে। আজও শ্যামল বাবুকে সাথে নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছি। অর্থমন্ত্রী ইতোমধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী বরাবর ডি ও দিয়েছেন যা তিনি পড়ে শুনান। ডি ও-তে অর্থমন্ত্রী প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। তিনি DPP বানানো এবং প্রতিষ্ঠাটি কীভাবে কার্যকর করা যায় সেই চেষ্টা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপস্থিত সকলে অর্থমন্ত্রীর পত্রানুযায়ী DPP প্রণয়ন করে জমা দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

সভাপতি তাঁর ভাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, এই ভাইটি ছিল আমার রাজনীতি জীবনের সহকর্মী। বেশ কবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত- ২: ক) বর্তমান সভাকে বিশেষ সভার পরিবর্তে সাধারণ সভা হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

খ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে ট্রাস্টের সচিব বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল পত্রের অনুলিপি ট্রাস্টি বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) ৯৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী এবং ৯৭তম বোর্ড সভার ০৬ নং সিদ্ধান্ত (ট্রাস্ট সচিব ও ট্রাস্ট চেয়ারম্যানের যৌথ স্বাক্ষরে অনুদানের চেক প্রদান করা হবে) বাদে কার্যবিবরণী দুইটি এ সভায় দৃঢ়করণ করা হল।

ঙ) মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত ২১টি কর্মসূচির মধ্যে গৃহীত ০৩টি বাদে অবশিষ্ট ১৮টি কর্মসূচির আলোকে DPP প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং এজন্য DPP প্রণয়ন ব্যয় ট্রাস্ট তহবিল থেকে নির্বাহ করতে হবে।

চ) প্রত্যেক জেলায় একটি করে মডেল মন্দির নির্মাণের নিমিত্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক DPP প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৩: বিবিধ:

সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, কার্যালয়ে অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারী স্বপ্নীল বাড়ৈ তিন বছর ধরে কাজ করছেন। তিনি কোনো বোনাস পান না। তিনি বোনাস পাবার জন্য একটি আবেদন করেছেন। আবেদনটি বিবেচনা করা যেতে পারে। অ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন জানতে চান তিনি সরকারি বিধি মোতাবেক বেতনভাতা গ্রহণ করেন কি না? সরকারি বিধান থাকলে অবশ্যই তাকে বোনাস দেওয়া উচিত। ভাইস-চেয়ারম্যান প্রস্তাব করেন, বিষয়টি মানবিকভাকে দেখে কিছু ধরে দেয়া যেতে পারে। তাঁর এ কথার সাথে অন্যান্যরা একমত পোষণ করেন। ট্রাস্ট সচিব আরো বলেন, তিনি যেহেতু সর্বসাকুল্যে ২০,০০০/-টাকা সম্মানি পান, সে হিসেবে এক মাসের সমপরিমাণ অর্থ একটি বোনাস হিসেবে প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হবে।

সিদ্ধান্ত -৩: সবদিক বিবেচনা করে বছরে একটি বোনাস ২০,০০০/- টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল ।

সভায় আর কোন আলোচ্যবিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/০৫/১৮

(অধ্যক্ষ মতিউর রহমান)
মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

স্মারক নম্বর: ১৬.০৫.০০০০.০০৩.০৬.০৮৭.১১-৩৯৪(২৭) তারিখ: ২২/০৬/২০১৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

০১. শ্রী সুব্রত পাল
সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০২. শ্রী/শ্রীমতী .....
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৩. যুগ্মসচিব(সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, এসআরএসসিপিএস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৬. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮. ফিল্ড অফিসার (ফোকাল পয়েন্ট ও তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত), হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৯. অফিস/মাস্টার কপি।

২২/৬/১৮

(নিরঞ্জন দেবনাথ)
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ফোন: ৯৬৭৭৪৪৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাল ট্রাস্টের ০৫/০৬/২০১৮ তারিখের ৯৮তম বোর্ড সভায় (বিশেষ) সম্মানিত ট্রাস্টিগণের উপস্থিতি।

ক্রমিক	নাম	স্বাক্ষর
০১.	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০২.	শ্রী সুব্রত পাল, মাননীয় ভাইস- চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৩.	বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৪.	শ্রী গণেশ চন্দ্র ঘোষ, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৫.	শ্রী সুশান্ত চন্দ্র খাঁ, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৬.	শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৭.	শ্রীমতি আশা লতা বৈদ্য, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৮.	শ্রী অনিল কুমার সরকার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৯.	শ্রী রিপন রায় (লিপু) সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১০.	শ্রী চন্দন রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১১.	শ্রী স্বপন কুমার রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১২.	শ্রী নিমাই চন্দ্র রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৩.	এ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, সম্মানিত ট্রাস্টি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৪.	শ্রী নির্মল পাল, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৫.	শ্রী শ্যামল চন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	
১৬.	শ্রী বিপুল বিহারী হারদার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৭.	শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৮.	শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৯.	শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২১.	শ্রী স্বপন কুমার সরকার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২২.	এ্যাড. ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক দোলন, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২৩.	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২৪.	প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৫ম-পর্যায়, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২৫.	প্রকল্প পরিচালক, এস. আর. এস. সি. পি. এস প্রকল্প, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২৬.	মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	